08 January 2026

খাদ (গর্ত) ওয়ালাদের ঘটনা

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

খাদ (গর্ত) ওয়ালাদের ঘটনা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
সূরা বুরূজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি..... 5
খাদ (গর্ত) ওয়ালাদের ঘটনা..... 6
কুরআনের ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষা..... 9
(১) মুসলমান ও পরীক্ষা..... 9
লোকেরা মুসলমান হওয়াকে সহজ মনে করে..... 10
পরীক্ষা প্রিয়জনদের উপরই আসে..... 11
পরীক্ষা আসাও রহমত স্বরূপ..... 11
কুফরকে ঘৃণা করা জরুরী..... 13
(২) কষ্ট দিবেন না!..... 14
খারাপ এবং ভাল ব্যক্তির পরিচয়..... 15
মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম 16
সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ..... 18
আগুনে নিক্ষেপ করা হবে..... 18
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোও নিষেধ..... 18
বালকের পায়ের ওপর পা পড়ে গেল..... 19
মন্দ পরিণতির ৪টি কারণ..... 20
(৩) মাছ বৃদ্ধাঙ্গুলে কামড় দিলো..... 20
শক্তি এবং ক্ষমতার নেশা..... 22
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: মাদানী মুযাকারা..... 23

সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মাদানী ফুল 24
ঘোষণা..... 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 27
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত অবশিষ্ট মাদানী ফুল..... 29
প্রথম লোকমা এবং প্রতিটি লোকমায় পড়ার দোয়া..... 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করবে তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করবে আর বলবে অমুকের সন্তান অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস: ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা বুরূজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বুরূজ পবিত্র কুরআনের একটি ছোট সূরা, যা ৩০তম পারায়ে রয়েছে। এতে মাত্র ১টি রুকু এবং ২২টি আয়াত

রয়েছে। 'বুরূজ' শব্দের অর্থ হলো নক্ষত্রের অবস্থান বা মঞ্জিল। এই পবিত্র সূরার শুরুতে নক্ষত্র বিশিষ্ট আসমানের উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে এটি 'সূরা বুরূজ' নামে পরিচিত হয়েছে। এই সূরার শুরুতে একটি শিক্ষণীয়, উপদেশমূলক এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِۙ(۴) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِۙ(۵) اِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُوْدٌۙ(۶) وَّ هُمْ عَلٰى مَا یَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ شُهُوْدٌؕ(۷) وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِۙ(۸)

(পারা ৩০, সূরা বুরুজ, আয়াত ৪-৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কুণ্ড-অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক! ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিপতিগণ, যখন তার কিনারায় বসেছিলো; এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে সম্পর্কে) যা কিছু তারা মুসলমানদের সাথে করছিলো। এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ লেগেছে এটা নয় কি যে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের উপর?

খাদ (গর্ত) ওয়ালাদের ঘটনা

এই আয়াতগুলোতে খাদ ওয়ালাদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কারা? তাদের ঘটনা কী? এর বিস্তারিত হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মুসলিম শরীফে রয়েছে। হাদীসে পাকটি অনেক দীর্ঘ, এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল, যে নিজেকে খোদা দাবী করত। লোকেরা তাকে তাদের খোদা মান্য করত এবং তার পূজা করত। আল্লাহ পাক ওই জাতিকে হেদায়েত প্রদান করলেন, অতএব আল্লাহ পাক সেই জাতির এক যুবককে হেদায়েত দান করলেন, তার একজন নেক ঈমানদার ব্যক্তির সাহচর্য লাভ হয়, যার বরকতে সে

কালেমা পাঠ করে সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেলো। আল্লাহ পাক এই যুবককে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তাকে তাঁর বেলায়তের মুকুট পরিধান করালেন এবং তার হাত থেকে কারামত প্রকাশ হতে লাগলো, তার দোয়ার বরকতে অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ করতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এখন কি হলো, বাদশাহর সেই মিথ্যা খোদা দাবী, আর তার সকল ভণ্ডামি বিপদের মুখে পড়ে গেলো। যদি এই ওলী আল্লাহর দোয়া দ্বারা অন্ধরা আরোগ্য লাভ করে তবে বাদশাহর খোদা দাবী কে মান্য করবে। অতএব বাদশাহ এই আল্লাহর ওলীকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করলো, কখনো পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো, তাও ব্যর্থ হলো, কখনো সমুদ্রের মাঝে গিয়ে পানিতে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করলো, তাও ব্যর্থ হলো, অবশেষে সেই কামিল ওলী নিজেই বললো: হে বাদশাহ! তুমি যদি আমাকে শহীদ করতেই চাও, তবে এর একটি মাত্র উপায় আছে, একটি খোলা ময়দানে সবাইকে জড়ো করো! আমাকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَام বলে তীর মারো।

বাদশাহ পদ্ধতিটি শুনে খুবই খুশি হলো, দ্রুত মানুষ জড়ো করা হলো, একটি খোলা ময়দানে খেজুর গাছ লাগিয়ে তাতে আল্লাহর ওলীকে বাঁধা হলো, এবার বাদশাহ ধনুকে তীর লাগালো, তা টানলো এবং বললো: بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَام আল্লাহ পাকের নামে, যিনি এই যুবকের প্রতিপালক। এই বলে বাদশাহ তীর নিক্ষেপ করলো, তীর সেই কামিল ওলীর কানের পাশে লাগলো এবং তাঁর প্রাণ বায়ু উড়ে গেলো।

যখন লোকেরা এই দৃশ্য দেখলো যে, ওই বাদশাহ, যে কিনা নিজেকে খোদা দাবী করে, তার সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেলো, অবশেষে এই যুবকের প্রতিপালকের নামই কাজে এলো, তখন তারা বুঝে গেলো যে, সত্যিকার খোদা এই বাদশাহ নয়, বরং এই যুবকের প্রতিপালক, অতএব সবাই কালেমা পাঠ করলো এবং সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেলো।

এবার তো বাদশাহর অনেক রাগ এলো, তার খোদা দাবীর মিথ্যা প্রকাশ হয়ে গেলো, লোকেরা তাকে ছেড়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, অতএব বাদশাহ রাগে ফুসে উঠলো এবং আদেশ দিলো: গলির পাশে গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দাও, বাদশাহর আদেশ পালন করা হলো, এবার বাদশাহ নির্দেশ জারি করলো যে, যেই ব্যক্তি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে আমাকে খোদা মানবে না, তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। বাদশাহর এই আদেশটিও পালন করা হলো। মানুষদেরকে এই আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগলো, এক পর্যায়ে এক মহিলা এলো, তার কোলে একটি ছোট্ট শিশু ছিল, সেই ঈমানদার মহিলার তো নিজের জন্য কোন বিপদ ছিল না, কিন্তু মায়ের মমতা উদ্বেলিত হলো এবং সেই মা নিজের সন্তানকে দেখে কিছুটা দ্বিধায় পরলো (আগুনে লাফিয়ে পড়তে কিছুটা দ্বিধা করলো), তখন শিশুটি বললো: মা! ধৈর্য ধরো....! চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় তুমি সত্য দ্বীনের উপর রয়েছো। **(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, পৃষ্ঠা: ১১৪৫, হাদীস: ৩০০৫)** অবশেষে সেই শিশু এবং তার মাকেও আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৩০, সূরা: বুরূজ, ৪-৭নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৬০৫)**

বর্ণনা অনুযায়ী, অত্যাচারী বাদশাহর এই অত্যাচারে আল্লাহ পাকের ক্রোধ প্রকাশ পেলো এবং দেখতে দেখতেই সেই আগুন, যা বাদশাহ ঈমানদারদের পোড়ানোর জন্য প্রজ্বলিত করেছিল, তা গর্তের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এলো এবং সেই অত্যাচারীদের পুড়িয়ে ছাই করে দিলো।

(তাফসীরে বাগভী, পারা ৩০, সূরা বুরূজ, ৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৫৯০)

কুরআনের ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি কুরআনি ঘটনা আমরা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা পাই। যেমন:

(১) মুসলমান ও পরীক্ষা

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ঈমানদারদের পরীক্ষা নেয়া হয়। সফল মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষায় ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে অটল থাকে।

এটি একটি বড় শিক্ষা। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এরূপ মনে করে থাকে, অনেক সময় প্রশ্নও করে যে, আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাককে মানি, তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কালেমা পড়ি, আল্লাহ পাকের সামনে মাথা নত করি, তাঁর ইবাদত করি, তবুও কেন আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, কেন মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্রতাও রয়েছে, অভাবও রয়েছে, পরীক্ষাও রয়েছে, এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরনের বিপদেরও শিকার রয়েছে, অথচ অমুসলিমদের অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো, তারা ধনীও, বড় বড় বিল্ডিংও রয়েছে,

তাদের মধ্যে সমৃদ্ধিও আছে, সবকিছুই রয়েছে। কেন এমনটা হয়? এর খুবই সহজ উত্তর হলো, হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে: اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ। দুনিয়া মুসলমানের জন্য জেলখানা এবং অমুসলিমের জন্য জান্নাত।

(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, পৃষ্ঠা: ১১৩৩, হাদীস: ২৯৫৬)

এবার নিজেই চিন্তা করুন: জেলখানায় কী হয়? পরীক্ষা, কষ্ট, অভাবই তো হয়ে থাকে। অতএব আমরা মুসলমান, কাজেই এই পৃথিবীতে আমাদের উপর পরীক্ষা আসবেই আসবে।

লোকেরা মুসলমান হওয়াকে সহজ মনে করে

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

(পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: লোকেরা কি এ অহঙ্কারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, তারা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: জানা গেলো যে, মুসলমানদেরকে তাদের ঈমানী শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া, আল্লাহ পাকের একটি নিয়ম। অসুস্থতা, দরিদ্রতা, অভাব, বিপদ, এ সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষা, যার মাধ্যমে মুখলিস ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা: ২০, সূরা আনকাবুত, ২নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৩৪২)

পরীক্ষা প্রিয়জনদের উপরই আসে

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বড় সাওয়াব, বড় বিপদের সঙ্গে থাকে আর যখন আল্লাহ পাক কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন, ব্যস যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তুষ্টি। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, পৃষ্ঠা: ৬৫১, হাদীস: ৪০৩১)**

পরীক্ষা আসাও রহমত স্বরূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পর্যায়ে একটি ব্যাখ্যা করে দিই: দুনিয়ায় ঈমানদারদের উপর যেসব কষ্ট ও পরীক্ষা আসে, তাও মূলত আল্লাহ পাকের রহমত স্বরূপ। এই ব্যাপারে একটি ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা শুনুন! বর্ণিত আছে: দুইজন ফেরেশতা ছিল, একজন আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আসছিলো, আরেকজন পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছিলো। দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলো। এক ফেরেশতা আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথা থেকে আসছেন? অন্যজন বললো: অমুক শহরে একজন অমুসলিম বাস করে, সে খুবই অসুস্থ ছিল, তার মৃত্যুর সময় প্রায় এসে গেছে। এই অমুসলিম যত ভালো কাজ করেছে, তার সব প্রতিদান দুনিয়ায় তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে (তাই আখিরাতের জন্য তার কোনো ভালো কাজ অবশিষ্ট নেই, যার বদলে তাকে কিয়ামতের দিন কোনো প্রতিদান দেয়া হবে)। তবে হ্যাঁ, একটি ভালো কাজ বাকি ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে সেই অমুসলিম মাছ খেতে চেয়েছিল, অতএব মাছের সন্ধান করা হলো কিন্তু শহরজুড়ে কোথাও মাছ পাওয়া গেলো না। আল্লাহ

পাক আমাকে হুকুম দিলেন যে, তার জন্য যেন মাছের ব্যবস্থা করি, যাতে তার যে একটি ভালো কাজ অবশিষ্ট ছিল, তার প্রতিদানও দুনিয়াতেই হয়ে যায় (এবং সে আখিরাতের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও খালি হাতে থাকে)। অতএব আমি সেই অমুসলিমের জন্য মাছের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম।

এই ফেরেশতা যখন তার কথা শেষ করলো, তখন অন্য ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললো: অমুক শহরে একজন মুসলমান রয়েছে, তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার যত গুনাহ ছিল, সবকিছুর প্রতিদান স্বরূপ তাকে পরীক্ষার লিপ্ত করা হয়েছে। এখন তার আমলনামায় কোনো গুনাহ অবশিষ্ট নেই, শুধু একটি গুনাহ বাকি আছে। তার শেষ মুহূর্তে তার তৃষ্ণা লেগেছে এবং সে পানি পান করতে চাইলো। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তার পানি যেন ফেলে দিই, যাতে এই শেষ পরীক্ষার মাধ্যমে তার শেষ গুনাহটিও ক্ষমা হয়ে যায় এবং গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

(নাওয়াদিরুল কালইউবী, পৃষ্ঠা: ১১৩)

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ শান আমার রহমান ও রহীম প্রতিপালকের...!! আমরা তাঁর বান্দা, তিনি আমাদের আনন্দ দান করুক বা পরীক্ষায় রাখুক, এটা তাঁর ইচ্ছা, প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহই বিদ্যমান। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর দয়া কতই না বিস্তৃত, আমরা গুনাহ করি, নিজেদেরকে জাহান্নামের হকদার বানাই এবং আমাদের সর্বশক্তিমান ও চিরস্থায়ী প্রতিপালক আমাদের গুনাহ মুছে দেয়ার জন্য আমাদের উপর পরীক্ষা পাঠিয়ে দেন এবং আমাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ (***Easy***) করে দেন।

কুফরকে ঘৃণা করা জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান, নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিয়ামত। আমাদের কালেমা পড়া এবং মুসলমান হওয়া اِنْ شَآءَ الله জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন! জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতের হকদার হওয়ার জন্য শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ঈমান নিরাপদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়াও জরুরী।

তাই আমাদের উচিত, আমরা যেন নিজেদের ঈমানের চিন্তা করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন, এর কদরও করি, এর শুকরিয়াও আদায় করি এবং সাথে সাথে কুফরের প্রতি ঘৃণাও পোষণ করতে থাকি। হাদীসে পাকে রয়েছে: যার মধ্যে ৩টি বিষয় থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা পেয়ে যায়। (এই ৩টির মধ্যে একটি বিষয় ইরশাদ করেন:) সে ঈমান আনার পর কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমন আগুনের মধ্যে পতিত হওয়াকে অপছন্দ করে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা: ৭৫, হাদীস: ২১)

জানা গেল; ঈমানদার হিসাবে থাকার, ঈমানের নিরাপত্তার সাথে কবরে যাওয়ার এবং এর মাধ্যমে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য জরুরী হলো যে, আমরা যেন কুফরের প্রতি সর্বক্ষণ ঘৃণা পোষণ করতে থাকি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) কষ্ট দিবেন না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা খাদ ওয়ালাদের ঘটনা শুনেছি, এই কুরআনী ঘটনা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা শিক্ষা পাই, তা হলো আল্লাহ পাক কুরআনে পাকেই উল্লেখ করেছেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা বুরুজ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দিয়েছে মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদেরকে অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

জানা গেলো; মুসলমানকে কষ্ট দেয়া খুবই কঠিন গুনাহ এবং ভয়ঙ্কর অপরাধ, এর শাস্তি খুবই মারাত্মক। দেখুন! যেই বাদশাহ নিজে খোদা দাবী করতো, সে মুসলমানদের অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়েছে, এর ফলস্বরূপ কী ঘটলো...? আল্লাহ পাকের ক্রোধ উথলে উঠেলো এবং বাদশাহ ও তার সৈন্যরা নিজেদের জ্বালানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

اَلْاَمَانُ وَ الْحَفِیْظ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন বিপজ্জনক অপরাধ এবং এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রক্ষা করুক।

হে আশিকানে রাসূল! খুব দুঃখজনক বিষয় যে, আজকাল মুসলমানদের কষ্ট দেয়াকে খুবই নগন্য মনে করা হচ্ছে, মানুষ নির্ভয়ে অন্যকে কষ্ট দেয় এবং একদমই ভয় পায় না। ✯ কেউ চুগলী করে

অন্যকে কষ্ট দেয়, ✯ কেউ গালি দিয়ে হৃদয় ভাঙে, ✯ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে, ✯ বিনা কারণে এবং অনুচিতভাবে রাগ ঝাড়ে, ✯ মারে, ✯ মেরে ফেলে, ✯ মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়, ✯ ওজনে কম দেয়, ✯ সম্পদ লুটপাট করে, ✯ ঠাট্টা করে, ✯ বিদ্রুপের তীর বর্ষণ করে, ✯ ফ্রাঙ্কের নামে অন্যের আত্মসম্মান নষ্ট করে, ✯ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল করে এবং ✯ কে জানে কী কীভাবে অন্যদের কষ্ট দিচ্ছে। আর এর চেয়েও বেশি বিপজ্জনক বিষয় হলো যে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে মানুষ আনন্দিত হয়, নিজেকে বাহাদুর মনে করে, অন্যকে ধোঁকা দেয়াকে নিজের চতুরতা মনে করে, তাই তারা না তাওবা করে, না নিজেদের আখিরাতের কথা ভাবে।

গুনাহ তো হলো, এরপর যদি তার ওপর লজ্জাবোধ বা অনুশোচনা জাগে তবে এটাও বড় বিষয়, কিন্তু আফসোস! আজকাল মানুষ (কারো) মনে কষ্ট দিয়ে লজ্জিতও হয় না, ক্ষমা চাওয়াও পছন্দ করে না, উল্টো এর ওপর খুশি হতে থাকে। হায়! যদি আমাদের অন্তরে মুসলমানের ইজ্জত বা সম্মান বসে যেত, আমরা যদি আমাদের মুসলমান ভাইদের সম্মান করা শিখে যেতাম। বিশ্বাস করুন! ইসলামে শান্তি ও স্বস্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রেমকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যারা এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষতিসাধন করে, নিজেদের মুসলমান ভাইদের কষ্ট দেয় কিংবা তাদের আত্মসম্মানহানি করে, তারা অত্যন্ত খারাপ লোক।

খারাপ এবং ভাল ব্যক্তির পরিচয়

একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন: আমি কী তোমাদের ভাল এবং খারাপ ব্যক্তি সম্পর্কে

জানাবো না? একজন আরয করলো: জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে আমাদের খারাপ এবং ভালদের সম্পর্কে জানান! ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে ভাল হলো সেই ব্যক্তি, যার নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং তার অনিষ্ট থেকে অপরজন নিরাপদ থাকে, আর তোমাদের মধ্যে খারাপ হলো সেই ব্যক্তি, যার নিকট কল্যাণ আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্ট থেকে অপরজন নিরাপদ থাকে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, অধ্যায়: ৭২, পৃষ্ঠা ৫৪৪, হাদীস: ২২৬৩)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যার সারাংশ হলো; ওই ব্যক্তি, মানুষের অন্তর যার ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে, মানুষ তার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, এই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না বরং যতদূর সম্ভব অন্যদের উপকারই করে, এমন ব্যক্তি খুবই ভাল, অন্যদিকে ওই ব্যক্তি, যাকে মানুষ ভয় পায়, যার কাছ থেকে কল্যাণ আশা করে না এবং যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, সে খুবই খারাপ মানুষ। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৭৯)**

মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের জীবন, সম্পদ এবং সম্মানের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অন্য মুসলমানের উপর হারাম।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা: ৯৯৫, হাদীস: ২৫৬৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নিবে না, কাউকে অসম্মান করবে না, কাউকে অন্যায়ভাবে এবং অত্যাচার করে হত্যা করবে না; কারণ এগুলো সবই গুরুতর অপরাধ। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৩)**

মুফতি সাহেব অন্য এক স্থানে লিখেছেন: মুসলমানকে না মনে মনে তুচ্ছ ভাববে! না তাকে ঘৃণাসূচক শব্দে ডাকবে! কিংবা মন্দ উপাধিতে স্মরণ করবে! না তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে! আজ আমাদের মাঝে এই দোষটি প্রবল, পেশা, বংশ বা দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কারণে মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে থাকে যে, সে অমুক জাতির, সে অমুক সম্প্রদায়ের। ইসলাম এই সমস্ত ভেদাভেদ মুছে দিয়েছে। মৌমাছি বিভিন্ন ফুলের রস চুষে নেয়, তখন তার নাম হয়ে যায় মধু। আগুন বিভিন্ন কাঠকে জ্বালিয়ে দিলে তার নাম হয়ে যায় ছাই। এমনিভাবে যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শ আঁকড়ে ধরল, তখন সব মুসলমান এক হয়ে গেল, চাই সে হাবশি হোক বা রুমি, ফর্সা হোক বা কালো!

(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৫৫২)

তাবারানী শরীফে রয়েছে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ (অর্থাৎ) যে ব্যক্তি (শরয়ী কারণ ছাড়া) কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল।

(মু'জামুল আওসাত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৭, হাদীস: ৩৬০৭)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ

হযরত ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, কুকুর এবং শুকরকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হালাল নয়, তাহলে মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া কত নিকৃষ্ট অপরাধ।

(তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান, পারা: ২২, সূরা আহযাব, ৫৮নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৭৮৯)

আগুনে নিক্ষেপ করা হবে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে যার কাছে দিরহাম (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) এবং আসবাবপত্র নেই সে-ই তো নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারও উপর অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ ভোগ করেছে, কারও রক্ত প্রবাহিত করেছে, কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং তার নেকীগুলো থেকে কিছু এই নির্যাতিতকে দেওয়া হবে এবং কিছু ওই নির্যাতিতকে। এরপর যদি তার জিম্মায় থাকা হক আদায়ের পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে ওই নির্যাতিতদের গুনাহসমূহ নিয়ে এই অত্যাচারির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা: ১০০০, হাদীস: ২৫৮১)

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোও নিষেধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম এমন একটি সুন্দর ধর্ম যে, অন্যকে মারা, গালি দেওয়া, কারও সম্পদ লুটে নেওয়া বা আত্মসম্মান

ধূলিসাৎ করা তো দূরের কথা, আমরা কাউকে রাগান্বিত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাব, আমাদের ইসলাম আমাদেরকে এই অনুমতিও দেয় না। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দিকে ভয় দেখানোর দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫০, হাদীস: ৭৪৬৮)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমান ভাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে বিনা অপরাধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয় দেখায়। অন্যথায় অপরাধীর দিকে তাকানো বা ভয় দেখানো জরুরী। (তিনি আরও লিখেন:) এতে ইশারা পাওয়া গেল যে, মুসলমান ভাইকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখা সাওয়াবের কাজ, কেননা আল্লাহ পাক তাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেন।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৩৬৯, ৩৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লক্ষ্য করুন! কত চমৎকার বিষয়, আমরা কারও দিকে তাকালাম আর তার খারাপ লাগল, কষ্ট হলো, আমাদেরকে এর অনুমতিও দেওয়া হয়নি। হায়! আমরা যদি অন্যদের কল্যাণকামী, নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাথে ভালোবাসা পোষণকারী, নেককার, সহানুভূতিশীল এবং দয়ালু মুসলমান হতে সক্ষম হতাম।

বালকের পায়ের ওপর পা পড়ে গেল

হযরত মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: একদিন আমরা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কোনো এক স্থান দিয়ে

যাচ্ছিলাম। তখন অমনোযোগী অবস্থায় ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক পা এক বালকের পায়ের ওপর পড়ে গেল। বালকের চিৎকার বেরিয়ে এল এবং তার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল: يَا شَيْخُ اَلَا تَخَافُ الْقِصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! অর্থাৎ জনাব! আপনি কি কিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নেওয়া প্রতিশোধকে ভয় পান না? একথা শোনা মাত্রই ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন কিছু সময় পর জ্ঞান ফিরল তখন আমি আরয করলাম যে, একটি ছেলের কথায় আপনি এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন? তিনি বললেন: কে জানে, হয়তো তার আওয়াজ অদৃশ্য হেদায়েত ছিল।

(আল মানাকিব লিল মুওয়াফফাক্ব, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

মন্দ পরিণতির ৪টি কারণ

শরহুস সুদুরে রয়েছে: কোনো কোনো ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মন্দ পরিণতির ৪টি কারণ রয়েছে: ১. নামাযে অলসতা, ২. মদ্যপান, ৩. মা-বাবার অবাধ্যতা, ৪. মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। **(শরহুস সুদুর, ১০ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ২৮)**

(৩) মাছ বৃদ্ধাঙ্গুলে কামড় দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যদের কষ্ট দেয়া এত বড় গুনাহ যে, এর ফলে আল্লাহ পাকের ক্রোধ জেগে ওঠে এবং অনেক সময় এই মারাত্মক গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: জনৈক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাত কাঁধ থেকে কাটা ছিলো এবং সে ঘোষণা করছিলো; যারা

আমাকে দেখছো তারা যেন কারো উপর অত্যাচার না করে। আমি তার থেকে পুরো ঘটনাটা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বললো: আমার ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত, আমি দুশ্চরিত্র লোকদের সঙ্গী ছিলাম। একদিন আমি একজন জেলে থেকে মাছ ছিনিয়ে নিলাম এবং বাড়ির দিকে চলে গেলাম। পথে মাছটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলে কামড় দিলো। যেভাবেই হোক, আমি বাড়িতে পৌঁছালাম এবং মাছটিকে একপাশে ছুড়ে মারলাম। আঙুলের ব্যথা ও যন্ত্রণার কারণে আমি সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। সকালে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং তাকে আমার ক্ষত হাত দেখালাম। তিনি বললেন যে, বৃদ্ধঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলটি কাটিয়ে দিলাম। তারপর একদিন আমার হাতে আঘাত লাগল, ফলে পুরানো ক্ষত আবার নতুন হয়ে গেল, আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেতে লাগলাম। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি হাত কাটার কথা বললেন, আমি কেটে দিলাম কিন্তু ব্যথা পুরো হাতেও ছড়িয়ে পড়ল। আমি অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম, কোনও মুহূর্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। ফলে প্রথমে কনুই পর্যন্ত এবং তারপর কাঁধ পর্যন্ত হাত কেটেছে। কিছু মানুষ আমার কষ্ট শুরু হওয়ার কারণ জানতে চাইলে, আমি তাদের মাছের ঘটনাটি বললাম। তারা বলল: যদি তুমি প্রথমে জেলের নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইতে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে, তাহলে হয়তো তোমাকে এই অঙ্গগুলি কাটাতে হতো না। এখনও সময় আছে, ওই ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাকে সন্তুষ্ট করো, এর আগে যে কষ্ট পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ুক। আমি খুব কষ্ট করে জেলেকে খুঁজে বের করলাম এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। তিনি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কে? আমি বললাম: আমি সেই ব্যক্তি, যে তোমার থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তারপর আমি তাকে পুরো ঘটনা বললাম এবং কাটা

হাত দেখালাম, তখন সে কাঁদতে লাগল এবং বলল: আমার ভাই! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি তাকে সাক্ষী বানিয়ে ভবিষ্যতে কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে তওবা করে নিলাম। **(আল কাবায়ির, পৃষ্ঠা ৮০)**

শক্তি এবং ক্ষমতার নেশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি খুবই বিপজ্জনক বাতেনী রোগ হল: ক্ষমতার নেশা। আমাদের এই রোগকে নিজেদের মধ্যে থেকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, কারণ সাধারণত অত্যাচার সে-ই করে, যার মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতার নেশা থাকে।

এটাও মনে রাখুন! শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় সামর্থ্য থাকা জরুরী নয়, অনেক সময় সামর্থ্যই নেই, তবে মানুষ নিজেদের ধারণায় নিজেকে সামর্থ্যবান বলে মনে করে।

এটিই মূল বিষয়, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে থেকে শক্তি ও ক্ষমতার এই নেশা শেষ করে নিবে, আমি, আমি করবে না, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে নিবে অথবা এভাবে বলা যায় যে, নিজের ভেতরের ফেরাউনকে হত্যা করে নিবে, তবে আসলেই সে ব্যক্তি অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। সমাজে লক্ষ্য করুন! যে ব্যক্তি নম্র হয়, সে কখনও অন্যদের কষ্ট দেয় না, যদি ভুলবশত কাউকে কিছু বলেও ফেলে, দ্রুত ক্ষমা চাইতে চলে আসে। কিন্তু যে নম্র নয়, যে নিজেকে কিছু মনে করে, সে অল্পতেই রেগে যায়।

এজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে ফেরাউনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নবী, তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দরবারী পাখি আছে: হুদহুদ। একবার হুদহুদ

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অনুমতি ছাড়াই কোথাও চলে যায়, এই কারণে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কঠোরভাবে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন: হুদহুদ ফিরে আসলে আমি তাকে শাস্তি দিবো। যখন হুদহুদ ফিরে এলো এবং দেখলো যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام গম্ভীর হয়ে আছেন, তখন সে নম্রতা প্রদর্শন করে, তার পাখাগুলো মাটিতে হেঁচড়িয়ে উপস্থিত হয় এবং সঠিক সময়ে, ভদ্রতার মধ্যে থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদালতে উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে। তখন কিয়ামতের কথা শুনে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কেঁপে উঠলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। **(তাফসীরে খাযিন, পারা: ১৯, সূরা নামল, ২১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৩৪২)**

আল্লাহ পাক আমাদেরও খোদাভীতি নসীব করুক, হায়! আমরা যদি একে অপরের সম্মানকারী হতে পারতাম। হায়! আমরা যেন সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাই এবং সর্বদা ভালো হয়ে থাকি, নির্যাতিত যেন হয়ে যাই তবে কখনোই যেন অত্যাচারী না হই। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: মাদানী মুযাকারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে থাকাও ইশকে রাসূল বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। তাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, ১২টি দ্বীনি কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করুন। اِنْ شَآءَ الله অন্তর আলোকিত হবে, ইশকে রাসূল নসীব হবে, আল্লাহর ভালোবাসা নসীব হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ অর্জিত হবে। দাওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: মাদানী মুযাকারা।

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতি শনিবার রাতে ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তরের অনুষ্ঠান করে থাকেন। আপনারাও মাদানী চ্যানেলে নিয়মিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখার ও শোনার চেষ্টা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: প্রতিটি সদ্ব্যবহারই সদকা, তা ধনীর সাথে হোক বা ফকিরের সাথে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩১, হাদীস: ৪৭৫৪)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর ঈমান রাখে, তার উচিত যেন সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। **(বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস: ৬১৩৮)** ✯ কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকভাবে আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)** ✯ সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)** ✯ সদ্ব্যবহারের বিভিন্ন রূপ রয়েছে; যেমন; সম্মানি ও উপহার দেওয়া, কোনো কাজে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে সেই কাজে সাহায্য করা, তাদেরকে সালাম দেওয়া, তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, তাদের সাথে ওঠা-বসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে দয়া ও মেহেরবানি সুলভ আচরণ করা। **(দুরার, ১/৩২৩)** ✯ ইমামে আযম বলেন: মনে রেখো! যদি তোমরা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার না করো তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে, যদিও তারা তোমাদের মা-বাবাই হোক না কেন।

(ইমামে আযম কি অসিয়ত, পৃষ্ঠা: ২৫)

ঘোষণা

সদ্ব্যবহারের অবশিষ্ট সুন্নাত তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৮ জানুয়ারী ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত অবশিষ্ট মাদানী ফুল

ইমামে আযম বলেন: যখন তোমরা মানুষের সাথে ভালো আচরণ করবে, তখন তারা তোমাদের মা-বাবার মতো হয়ে যাবে, যদিও তোমাদের ও তাদের মাঝে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকে। **(ইমামে আযম কি অসিয়ত, পৃষ্ঠা: ২৬)** ✯ আউলিয়ায়ে কিরাম তাঁদের দূর্নামকারীদের, বরং প্রাণের শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতেন। **(গীবত কি তাবাহ কারিয়াঁ, পৃষ্ঠা: ৩৪২)** ✯ সদ্ব্যবহার করার দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ✯ সদ্ব্যবহার মানুষের খুশির কারণ হয়। ✯ সদ্ব্যবহার করার দ্বারা ফেরেশতারা আনন্দিত হন। ✯ সদ্ব্যবহার করার কারণে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। ✯ সদ্ব্যবহার করার কারণে শয়তান দুঃখ পায়। ✯ সদ্ব্যবহার করার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়। ✯ সদ্ব্যবহার করার দ্বারা রিযিকে বরকত হয়। **(তামবিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা: ৭৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথম লোকমা এবং প্রতিটি লোকমায় পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী প্রথম লোকমা এবং প্রতিটি লোকমায় পড়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। প্রথম লোকমায় পড়ার দোয়া হলো:

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

অনুবাদ: হে মহান ক্ষমাশীল।

প্রতিটি লোকমায় পড়ার দোয়া হলো: يَا وَاجِدُ

অনুবাদ: হে মহান ধনী। **(খযিনায়ে রহমত, পৃষ্ঠা: ১০৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক

নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ

দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি

অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে

নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد